দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 1 9 2001

তারিখ .... পৃঃ 6 কলাম 2 ......

যে কোনও মূল্যে নকল রুখতে হবে

মুসাহিদউদ্দিন আহমদ

নকলমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই-শ্লোগানে মুখরিত আজ শিক্ষিত, বিবেকবান প্রতিটি মানুষ। পরীক্ষায় নকল সুশিক্ষা বিস্তারে অন্তরায়-এ কথা কাউকে বলে বুঝাতে হয় না। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নকল যে অন্যতম প্রধান সমস্যা সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। প্রাইমারি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শিক্ষাস্তরে নকলের কম বেশী প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রতিটি পরীক্ষার শুরুতে নকল প্রতিরোধ নিয়ে সবাই সোচ্চার হন। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। ছবি সম্বলিত নকলের প্রতিবেদন প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হতে দেখা যায়। পরীক্ষা কক্ষে নকলের হাট, নকলের মহোৎসব বলে কেউ কেউ মন্তব্যও করেন।

পরীক্ষায় কিছু কিছু শিক্ষার্থীর নকল প্রবণতা আজ নতুন কোনও বিষয় না হলেও, আমাদের দেশেও সাম্প্রতিক সময়ে নকলের প্রসার লাভ ঘটেছে। পূর্বে সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে নকল সীমাবদ্ধ ছিল। তখন নকলকে একেবারেই গর্হিত কাজ বলে মনে করা হত। গণনকলের এ অবস্থাটা খুব একটা বেশী দিনের নয়। নকলমুক্ত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা শোনা গেলেও আজ তা যেন ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক অবস্থার ঠিক উল্টো। বিগত কিছু বছর ধরে সবকটি এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সারাদেশে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। নকলের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সচেতন অভিভাবক, সাধারণ বিবেকবান মানুষ। নকলের যাঁতাকলে হীমসীম খায় ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা।

শিক্ষার্থীদের মাঝে এভাবে নকলপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে অনেকে অনেকে কথা বলেন। তবে কিছু কারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞমহল প্রায় একমত। দেশের বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকাল ভাল লেখাপড়া হয় না। অনেক শিক্ষককেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় অন্যান্য কাজে। তারা শিক্ষার্থীদের স্কুলের লেখাপড়ার প্রতি মনযোগ আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হন। অনেক ছাত্র-ছাত্রী বাসায় শিক্ষক রেখে লেখাপড়ার প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে পড়ে। আর শিক্ষকরাও ঝুঁকে পড়েন গৃহশিক্ষকতার দিকে। ফলে স্কুল কলেজে লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের বিরাট এক অংশ বঞ্চিত হয় স্কুলের স্বাভাবিক শিক্ষাগ্রহণ থেকে। দেশে এখানে সেখানে গড়ে ওঠা মানহীন কোচিং সেন্টারগুলো এর সাক্ষ্য বহন করে। স্কুল কলেজ শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ মোটেই শোভনীয় নয়। স্কুলে শিক্ষার্থীদের সঠিক পাঠদান থেকে বিরত থাকা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। স্কুলে শিক্ষকদের দায়সারা গোছের পাঠদান অনেক সময়ই ক্লাসের পুরা পাঠ্যক্রম শেষ করতে সক্ষম হয় না। বছর শেষে জোড়াতালি দিয়ে শেষ করা বা অসমাপ্ত থাকা পাঠ্য বিষয়বস্তু ছেলেমেয়েদের মাঝে নকলপ্রবণতা সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে।

কলেজ স্কুলে সঠিক শিক্ষাদানে ব্যর্থ একজন শিক্ষক গৃহশিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থেকে শিক্ষকসুলভ গুণাবলী ধরে রাখতে পারে না। কিছুটা হলেও শিক্ষার্থীর প্রতি তার অহেতুক দুর্বলতা জন্ম নিতে পারে, যা পরীক্ষা কক্ষে নকল প্রতিরোধে অন্তরায় হতে বাধ্য করে। অনেক সময় শিক্ষার্থীও এটাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে নকলপ্রবণ হতে পারে। গৃহশিক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধাদানের ঘটনাও মাঝে মাঝে শোনা যায়। সে যাই হোক, স্কুলের সঠিক পাঠদানে অবহেলা এবং গৃহশিক্ষকতার প্রতি আকর্ষণ শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান অচলাবস্থার যে অন্যতম কারণ তাতে অনেকেই একমত পোষণ করেন।

প্রশাসনের নকল বিরোধী প্রস্তুতির পাশাপাশি নকলের সাহায্যকারী পুস্তক, গাইড প্রকাশের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আকারে ছোট এসব গাইড নকলের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়। এসবের সুযোগ নিয়ে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা যেন পরীক্ষাকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য দেয়া দরকার। এসব পুস্তিকার প্রকাশনার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। সব অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা প্রয়োজন দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ।

ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি উদাসীন অভিভাবক এবং বাবা-মা শিক্ষার্থীদের নকলপ্রবণতার সহায়ক। বর্তমান সময়ে অনেক চাকরীজীবী মা-বাবা তাদের নিজস্ব কাজে অতি ব্যস্ত থাকেন। ফলে সন্তানের লেখা-পড়ার দিকে প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর রাখতে পারেন না। তাঁরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে এবং গৃহশিক্ষকের হাতে তুলে দিয়ে নিজ দায়িত্ব শেষ করতে চান। ঘরে শিক্ষক নিয়োগ করার মত আর্থিক সঙ্গতি অনেক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মা-বাবার নেই। ফলে তারা শুধু স্কুলের পড়াশুনার মধ্যেই ছেলেমেয়েদের সীমাবদ্ধ রাখেন। বাংলাদেশে এমন খুব কম স্কুল রয়েছে, শুধু যে স্কুলে লেখাপড়া করেই একজন ছাত্র-ছাত্রী খুব ভাল রেজাল্ট করতে পারে। ভাল ফলাফলের জন্য একজন ... বাবা এবং অভিভাবকের নিয়মিত খোঁজ-খবর নেয়া। শিক্ষিত অভিভাবক প্রয়োজ... শিক্ষার্থীদের বাসায় পড়াশুনার সাহায্য করতে পারেন। এতে ছেলেমেয়েদের নক... প্রবণতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আর যে ছেলেমেয়ে পরীক্ষার হলে নক... করে, তার মা-বাবা অথবা অভিভাবকের সে কথা না জানার কথা নয়। নকল করার জন... পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। একজন মা বাবা কিংবা অভিভাবক ছেলেমেয়েদের নকল ক... থেকে বিরত রাখতে পারাকে সহজে মেনে নেয়া যায় না। শিক্ষকের চেয়ে ছেলেমেয়ে... উপর বাবা মায়ের বেশী নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট, শিক্ষাশেষে চাকরির অনিশ্চয়তা, সামাজিক রাজনৈতি... অস্থিরতা অনেক সময় স্বাভাবিক লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট ক... শিক্ষার্থীদের নকলপ্রবণ করে তুলতে পারে বলে অনেকে ম... পোষণ করেন। শিক্ষার্থীদের মনে হতাশা স্বাভাবিক শি... ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে তাতে সন্দেহ নেই। সুশিক্ষার সুফল শিক্ষার্থীগণ ভোগ কর... পারেন, যেমন ভোগ করে গোটা দেশ, সমাজ। নকল করে প্রাপ্ত ডিগ্রী কারও কোনও কা... আসে না সেটা ছেলেমেয়েদের বোধগম্য হওয়ার দরকার। নকল করে ডিগ্রী প্রাপ্তি নিজ... প্রতারণা করার সামিল।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষার বেশ আগে থেকে নকলের বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা শু... হয়েছে। পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বেরিয়েছে খবর, বিজ্ঞপ্তি। পরীক্ষার্থীদে... জানানো হয়েছে নকলের কুফল সম্বন্ধে। নকল করার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্ব... পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করা হয়েছে। পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পরীক্ষায় নক... প্রতিরোধে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়ে... সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য। ব্যর্থতার দায়ে শাস্তিপ্রদানের জন্য হুঁশিয়ার করে দে... হয়েছে। নকলে সহায়তা প্রদানকারী শিক্ষক পেশার কলংকস্বরূপ তাও উল্লেখিত হয়েছে। নকলে সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্যদেরও শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে সতর্ক বাণী শোনা... হয়েছে। এসএসসি'র মত পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিহত করতে, নকলের বিরু... সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ বছর প্রথমবারের ম... পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী নতুন বোর্ড পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, সুধী এবং আপাম... জনসাধারণের প্রতি আবেদন রেখেছে... নকলমুক্ত, সুষ্ঠু, সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষ... অনুষ্ঠিত হতে সহযোগিতা প্রদানের জন্য। নকল প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বেতারে শ্লোগান প্রচারেরও ব্যবস্থা নিয়েছে। নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলো বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সীট বন্টনেও নতুন পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। গঠিত হয়েছে ভিজিলেন্স টিম, স্যোশাল টিম। পরীক্ষা কেন্দ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা জারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসন, বোর্ড, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলেই নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য রয়েছেন তৎপর। পাশাপাশি শিক্ষক সংগঠনগুলো নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এতকিছু সত্ত্বেও গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে চলছে অবাধে নকল। এই নকলপ্রবণতা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে। তা নাহলে জাতি ভবিষ্যতে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে।

প্রশাসনের নকল বিরোধী প্রস্তুতির পাশাপাশি নকলের সাহায্যকারী পুস্তক, গাইড প্রকাশের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আকারে ছোট এসব গাইড নকলের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়। এসবের সুযোগ নিয়ে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা যেন পরীক্ষাকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য দেয়া দরকার। এসব পুস্তিকার প্রকাশনার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। সব অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা প্রয়োজন দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ।

প্রশাসন, পরীক্ষা পরিচালনা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জাতিকে উপহার দেবে নকলমুক্ত পরীক্ষা এটাই সবার প্রত্যাশা। দেশকে সুন্দর ও স্বাবলম্বী ...